



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 794 - 801

Website: <https://tirj.org.in>, Mail ID: info@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনের আলোকে অনুমান : একটি তুলনামূলক আলোচনা

দেবশীষ ঘোষ

স্নাতকোত্তর, দর্শন বিভাগ

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা

Email ID : ghoshdebashis354@gmail.com

Received Date 25. 06. 2025

Selection Date 20. 07. 2025

Keyword

Praman, Logic,
Inference, Belief,
Argument,
Deductive,
Inductive, Symbol,
Premise,
Conclusion, Nyāya,
Aristotle.

Abstract

From the beginning of philosophy, different types of theories have emerged in the East and the West. The inference has been widely discussed in both philosophy. In Indian philosophy, the inference is called the act of inferring (something unknown from the knowledge data). But in Western philosophy, the inference is a process by which one proposition is arrived at and affirmed on the basis of one or more other propositions accepted as the starting point of the process. Inference in Indian philosophy is the second praman and it is western philosophy perspective belief. In this paper, I will discuss inferences from an East and West perspective. Both East and West logic have contributed to the development of philosophy, science, and mathematics. East Logic known as Nyāya Logic. On the other hand, Western Logic also known as Aristotle Logic. East Logic based on the Inference and Analogy. But Western Logic is based on the principles of deduction and inference.

Discussion

বচন সম্পর্কে জানতে গেলে আমাদের প্রথমে অনুমান সম্পর্কে জানা প্রয়োজন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে উভয় দর্শনে অনুমান সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে। আমার মূল উদ্দেশ্য হল প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দর্শনের অনুমানের যে পার্থক্য রয়েছে তা তুলে ধরা। এই অনুমান সম্পর্কে জানতে গেলে আমাদের প্রথমে প্রমাণ সম্পর্কে জানা প্রয়োজন।

প্রমাণ শব্দটি প্র-পূর্বক ‘মা’ ধাতুর উত্তর করণ বাচ্য লুট্ প্রত্যয় সিদ্ধ। প্র-পূর্বক ‘মা’ ধাতুর অর্থ হল যথার্থ অনুভূতি বা প্রকৃষ্ট অনুভূতি। মহর্ষি গৌতমের মতে, যথার্থ অনুভূতির সাধনই প্রমাণ। কিন্তু কোন বিষয়ের জ্ঞান জন্মালে সেই জ্ঞান যে যথার্থ হবে এই বিষয়টি জানার কোন উপায় নেই। সুতরাং প্রমাণের নিশ্চয় অসম্ভব হওয়ায় শূন্যবাদী ও সংশয়বাদীগণ বলেন ন্যায়শাস্ত্র ব্যর্থ, তা উন্মত্তপ্রলাপ। এই কারণেই ভাষ্যকার বাৎসায়ন বলেছেন –

“প্রমাণতোহর্থ-প্রতিপত্তৌপ্রবৃত্তিসামর্থ্যাদর্থবৎ প্রমাণং।”^১

ভাষ্যকার বাৎসায়ন বলেন প্রমাণের প্রামাণ্য সম্ভব। অনুমান প্রমাণের দ্বারা প্রমাণের প্রামাণ্য নিশ্চয় হয়। প্রমাণ সফল প্রবৃত্তির জনক এই কারণেই প্রমাণ অর্থের অব্যভিচারী অর্থাৎ যে পদার্থ যে রূপ সেই পদার্থকে সেই রূপে এবং সেই প্রকারে প্রকাশ করে তার কখনো অন্যথা হয় না। এ কারণেই প্রমাণ অর্থের অব্যভিচারী। এই প্রসঙ্গে ভাষ্যকার আরো বলেন প্রমাণ অর্থের অব্যভিচারী হওয়ায় প্রমাতা, প্রমেয় এবং প্রমিতিও অর্থের অব্যভিচারী হয়। কেননা পদার্থের যথার্থ বোধ প্রমাণ ব্যতীত অসম্ভব। অতএব প্রমাণের যথার্থ বোধ হওয়ায় প্রমাতা, প্রমেয় এবং প্রমিতিও যথার্থ হয়। যদিও এদের মধ্যে প্রমাণই প্রধান।

প্রাচ্য দর্শন সম্প্রদায় গুলির মধ্যে প্রমাণ সম্পর্কে বিস্তারিত পার্থক্য দেখা যায়। যথা :-

“প্রত্যক্ষমেকং চার্বাকাঃ, কণাদ-সুগতো পুনঃ।
অনুমানঞ্চ তচ্চাপি সাংখ্যাঃ শব্দঞ্চাপি।।
ন্যায়ৈকদেশিনোপ্যেবমুপমানঞ্চ কেচন।
অর্থাপত্ত্যাহৈতানি চতুর্থ্যাঙ্কঃ প্রভাকরঃ।।
অভাবব্যাখ্যান্যেতানি ভাট্টা বেদান্তিনস্তথা।
সম্ভবৈতিহ্যযুক্তানি তানি পৌরাণিকা জণ্ডঃ।।
চেষ্টয়া সাহিত্যেন্যেতান্যলঙ্কারবিদো জণ্ডঃ।”^২

দর্শন	সংখ্যা	প্রমাণ
চার্বাক	একটি	প্রত্যক্ষ
কণাদ ও বৌদ্ধ(সুগত)	দুটি	প্রত্যক্ষ এবং অনুমান
সাংখ্য ও যোগ এবং জৈন্য	তিনটি	প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ
ন্যায়	চারটি	প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান এবং শব্দ
প্রভাকর	পাঁচটি	প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ এবং অর্থাপত্তি
ভাট্ট এবং অদ্বৈত বেদান্ত	ছয়টি	প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধি
পৌরাণিকগণ	আটটি	প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি এবং অনুপলব্ধি, ঐতিহ্য
আলঙ্কারিকগণ	নয়টি	প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান, শব্দ, অর্থাপত্তি, অনুপলব্ধি, ঐতিহ্য, এবং চেষ্টা

এইভাবে প্রমাণ সমন্ধে মতভেদ থাকলেও ন্যায়শাস্ত্রে অন্য সকল প্রমাণকে খন্ডন করে প্রমাণ চতুষ্টয়কেই স্থাপন করা হয়েছে।

ভাষা পরিচ্ছেদকার প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারটি প্রমাণ স্বীকার করেছেন। যাইহোক, প্রমাণের সাথে ন্যায় ও বৈশেষিক সম্বন্ধ এ বিষয়ে প্রতীচ্য দার্শনিকদিগেরও সম্মতি আছে। জন ষ্টুয়ার্ট মিল, তার স্বকৃত লজিক বা তর্কগ্রন্থে, লজিক বা তর্কশাস্ত্র যে প্রধানত প্রমাণ শাস্ত্র (a science of proof) তারই প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছেন। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের মতে প্রমাণ - পরীক্ষোপযোগী বুদ্ধিব্যাপারের বিজ্ঞানকে লজিক বলে। “As Logic deals with truths of Inference solely, the definition (according to Mill, amending the fore. Going definition) should be ‘the sciences of the operations of the understanding that are subservient to the estimation of evidence’ (Alexander Bain’s Logic, part I, p. 34-Ed. Of 1879)। ন্যায়শাস্ত্রের একটি ‘আব্বীক্ষিকী’ অর্থাৎ যে শাস্ত্র ‘আব্বীক্ষা’ বা অনুমান নিয়ে ব্যাপ্ত হয় তাই আব্বীক্ষিকী নামে পরিচিত।”

মহর্ষি গৌতম তাঁর ১।১।৩ নং সূত্রে প্রমাণ পদার্থের বিভাগ উল্লেখ করে বলেছেন - “প্রত্যক্ষানুমানোপমানশব্দাঃ প্রমাণানি।।”^৪ অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান ও শব্দ এই চারটি প্রমাণ। এখন প্রশ্ন হল প্রমাণ কী? অর্থাৎ প্রমাণের সামান্য লক্ষণ কী? কেননা প্রমাণের সামান্য লক্ষণ না বুঝলে প্রমাণের বিশেষ লক্ষণ বোঝা যায় না। মহর্ষি প্রদত্ত প্রমাণের সামান্য

লক্ষণের ব্যাখ্যার উত্তরে ভাষ্যকার বাৎসায়ন বলেন প্রমাণ শব্দের দ্বারাই প্রমাণের সামান্য লক্ষণ বলা হয়েছে। একারণেই মহর্ষি প্রমাণের সামান্য লক্ষণের উল্লেখ করেনি।

অনুমান শব্দটি ‘অনু’ + ‘মান’ দুটি শব্দ থেকে এসেছে। অনুপূর্বক ‘মা’ ধাতুর উত্তরকরণ বাচ্যে অনট্ প্রত্যয় যোগ করে অনুমান পদটি নিঃসৃত হয়েছে। এখানে ‘অনু’ শব্দের অর্থ হলো পশ্চাৎ, আর ‘মান’ শব্দের অর্থ জ্ঞান। অর্থাৎ ‘অনুমান’ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে ‘পশ্চাৎ জ্ঞান’। সুতরাং সাধারণ অর্থে অনুমান হল সেই জ্ঞান যা অন্য জ্ঞানকে অনুসরণ করে। যেমন দূরের পর্বতে ধূমকে প্রত্যক্ষ করে বহির অস্তিত্ব অনুমান করা হয়। তখন বলা হয় পর্বতটি বহিবান। কারণ যেখানে যেখানে ধূম থাকে সেখানে সেখানে বহি থাকে। দৈনন্দিন জীবনের আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হল যেমন গোশালা, রান্নাঘরের প্রভৃতি। তাই পর্বতে ধূমের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করে বহির অনুমান করি। এই বহির জ্ঞান হল অনুমানলব্ধ জ্ঞান।

মহর্ষি গৌতমের মতে অনুমান প্রমাণ : অনুমানের লক্ষণ দিতে গিয়ে মহর্ষি গৌতম তাঁর ন্যায়সূত্রে বলেছেন - ‘অথ তৎ পূর্বকম্ অনুমানম্’।^৬ অর্থাৎ প্রত্যক্ষপূর্বক জ্ঞান হল অনুমান। এখানে ‘অনুমান’ শব্দটি অনুমিতি অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। অনুমিতিকে প্রত্যক্ষের পূর্ব জ্ঞান বলা হলে অনুমিতির লক্ষণ ‘অব্যাপ্তি’ দোষে দুষ্ট হয়। অনুমানকে যদি প্রত্যক্ষ পূর্বক জ্ঞান বলা হয় তাহলে শাব্দবোধ ও উপমিতি স্থলে অতিব্যাপ্তি দোষ হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। এই কারণে ‘তৎপূর্বকং’ এই পদের দ্বারা প্রথমোক্ত ‘তৎ’ শব্দের দ্বারা লিঙ্গ ও লিঙ্গীর (হেতু ও সাধ্য) সম্বন্ধদর্শন অর্থাৎ ব্যাপ্যব্যাপকভাব সম্বন্ধের প্রত্যক্ষ এবং লিঙ্গদর্শন অভিসম্বন্ধ বিবক্ষিত হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আরো বলা প্রয়োজন যে, ‘তৎ পূর্বকম্’ শব্দের দ্বারা যদি প্রত্যক্ষ পূর্বককে বোঝানো হয় তাহলে স্মৃতিতে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটে। কিন্তু আমরা জানি প্রত্যক্ষ জ্ঞান সংস্কার অনুমান জন্য নয়। অতএব ‘তৎ পূর্বকম্ জ্ঞানম্-নুমানং’ - এই বাক্যের দ্বারা বলা হয় যে, অনুমান প্রমাণ হল তৎপূর্বক জ্ঞান। ন্যায়বর্তিক গ্রন্থে উদ্যোতকর বলেছেন- তৎপূর্বক শব্দের অন্তর্গত তৎ শব্দের অর্থ পরামর্শ বা লিঙ্গ পরামর্শকে বোঝায়। প্রথমেই পক্ষধর্মতত্ত্ব জ্ঞান, পরে ব্যাপ্তিস্মরণ, এরপরে পরামর্শ হলে অনুমিতি জ্ঞান হয়।

অন্নংভট্টের মতে অনুমান প্রমাণ : অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে অনুমানের লক্ষণ দিয়েছেন-‘অনুমিতিকরণম্ অনুমানম্’।^৭ অর্থাৎ অনুমিতি জ্ঞানের করণকে অনুমান প্রমাণ বলা হয়। ‘অনুমান’ শব্দটি করণবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয়সিদ্ধ করে তার অর্থ হয় অনুমিতি জ্ঞানের করণ। কিন্তু ভাবার্থে ল্যুট্ প্রত্যয়সিদ্ধ হলে তার অর্থ হয় অনুমিতি জ্ঞান। মূলত ‘অনুমান’ শব্দটি জ্ঞান ও জ্ঞানের করণ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়। নব্য নৈয়ায়িক অন্নংভট্ট তর্কসংগ্রহে গ্রন্থে অনুমিতির লক্ষণ বলেছেন - ‘পরামর্শজন্যং জ্ঞানম্ অনুমিতিঃ’। অর্থাৎ পরামর্শ হতে উৎপন্ন যে জ্ঞান তাই অনুমিতি। আচার্য উদয়ন তার ‘কিরণাবলী’ গ্রন্থে লিঙ্গ পরামর্শের বিষয় লিঙ্গকেই অনুমিতির করণ নামক অনুমান প্রমাণ।^৮ “Inference is a process by which one proposition is arrived at and affirmed on the basis of one or more other propositions accepted as the starting point of the process.” Introduction to Logic, Irving M. Copi p-5.

পাশ্চাত্য দর্শনে অনুমান : I.M. Copi তাঁর ‘Introduction to logic’ গ্রন্থে অনুমানের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন - অনুমান হল এক ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া, যার দ্বারা জ্ঞাত সত্য থেকে অজ্ঞাত সত্যের উপনীত হওয়া যায়।^৯ অনুমান যেন এক বিশ্বাস (Belief) থেকে তার ফলাফল (Consequence) এর দিকে অগ্রসর হবার প্রক্রিয়া। যেমন - দূরের পর্বতে ধূমকে প্রত্যক্ষ করে বহির অস্তিত্ব অনুমান করা হয়। তখন বলা হয় পর্বতটি বহিবান। কারণ যেখানে যেখানে ধূম থাকে সেখানে সেখানে বহি থাকে। দৈনন্দিন জীবনের আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হল যেমন গোশালা, রান্নাঘরের প্রভৃতি। তাই পর্বতে ধূমের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করে বহির অনুমান করি। এই প্রকার জ্ঞান লাভ করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় অনুমান।

H.W.B. Joseph তার ‘An introduction to Logic’ গ্রন্থে অনুমানের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন - যে চিন্তা পদ্ধতির সাহায্যে এক বা একাধিক যুক্তিবাক্য বা তর্কবাক্যের সাহায্যে আমরা আর একটি নতুন যুক্তিবাক্য বা তর্কবাক্যে পৌঁছাই এবং যেখানে নতুন যুক্তিবাক্য বা তর্কবাক্যটির সত্যতা ঐ এক বা একাধিক যুক্তিবাক্য বা তর্কবাক্যের সত্যতার উপরে নির্ভর করে, তাকে অনুমান বলে।^{১০} দৃষ্টান্ত : -

১. সকল কবি হয় দার্শনিক।
অতএব, কোন কোন দার্শনিক হয় কবি।
২. সকল মানুষ হয় মরণশীল।
সকল কবি হয় মানুষ।
অতএব, সকল কবি হয় মরণশীল।

প্রথম দৃষ্টান্তে, ‘সকল কবি হয় দার্শনিক’ এই যুক্তিবাক্য থেকে ‘কোন কোন দার্শনিক হয় কবি’ এই যুক্তিবাক্যটি আমরা অনুমান করতে পারি এবং এই নতুন যুক্তিবাক্যটির সত্যতা নির্ভর করে প্রথম যুক্তিবাক্যটির উপর।

আবার, দ্বিতীয় দৃষ্টান্তেও ‘সকল মানুষ হয় মরণশীল’ এবং ‘সকল কবি হয় মানুষ’ এই দুটি আশ্রয়বাক্য থেকে সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে ‘সকল কবি হয় মরণশীল’। অতএব এটা বলা যায় যে, অনুমান হল এমন এক প্রক্রিয়া, যেখানে এক বা একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে।

I.M. Copi মতে অনুমান যেন এক বিশ্বাস (Belief) থেকে তার ফলাফল (Consequence) এর দিকে অগ্রসর হবার প্রক্রিয়া। কিন্তু অনুমানকে আমরা এই অর্থে ধরতে পারি না। কেননা মনোবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হল Mental Process। আর যুক্তিবিদ্যার আলোচ্য বিষয় হল Mental Product। Mental Product যেহেতু যুক্তিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়। তাই Carveth Read তাঁর ‘Logic : Deductive and Inductive’ গ্রন্থে অনুমানের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে বলেছেন - অনুমান মানে মতামতের প্রক্রিয়া নয়, বরং এর ফলাফল; অনুমান, মতামত বা বিশ্বাস যখন গঠিত হয়; এক কথায়, উপসংহার এবং এই অর্থেই অনুমানকে যুক্তিতে বিবেচনা করা হয়।^{১০}

তর্কবিদ্যার মূল আলোচ্য বিষয় হল যুক্তি বা তর্ক। অনুমানকে যখন ভাষায় প্রকাশ করা হয় তখন তাকে যুক্তি বা তর্ক (Argument) বলা হয়। কিন্তু অনুমান ও যুক্তির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান। যুক্তি হল কতকগুলি বচনের সমষ্টি যেখানে এক বা একাধিক বচনের উপর নির্ভর করে সিদ্ধান্তের সত্যতাকে প্রমাণ করা হয়। তর্কবাক্য বা বচন ছাড়া যুক্তি গঠিত হয় না। বচন বলতে তর্কবিদ্যাসম্মত বাক্য (Logical Sentence)-কে বোঝায়। বচন হল অবধারণের ভাষায় প্রকাশিত রূপ (Expressed form of judgement)। অবধারণ হল দুইটি ধারণার মধ্যে মিল ও অমিল প্রত্যক্ষ করা (Judgement is use Perception of agreement or disagreement between two ideas)। যেমন - ‘ফুলটি সাদা’ - এখানে ফুলের ধারণা এবং সাদা রং-এর ধারণার মধ্যে আমরা একটা মিল প্রত্যক্ষ করি এবং ভাবি যে - হ্যাঁ, ফুলটি সাদা। আবার যখন বলা হয় বৃত্ত বর্গক্ষেত্র নয়, তখন বৃত্তের ধারণা এবং বর্গক্ষেত্রের ধারণার মধ্যে একটা অমিল প্রত্যক্ষ করি। এই যে দুটো ধারণার মধ্যে মিল বা অমিল প্রত্যক্ষ করছি, তা যতক্ষণ ভাবনার পর্যায়ে থাকে ততক্ষণ তা হয় অবধারণ (judgement)। কিন্তু এই ভাবনাকে যখন ভাষায় প্রকাশ করা হয় এইভাবে - ‘ফুলটি হয় সাদা’, কিংবা ‘কোনো বৃত্ত নয় ত্রিভুজ’- তখন সেটি হয়ে যায় বচন (Proposition)। অর্থাৎ অবধারণকে যখন উদ্দেশ্য, বিধেয়, সংযোজক ও তার সঙ্গে কখনও পরিমাণক-এর সাহায্যে প্রকাশ করা হয় তখন সেটি বচনে রূপান্তরিত হয়। এজন্য বচনকে বলা হয় অবধারণের ভাষায় প্রকাশিত রূপ।

আরও স্পষ্ট করিয়া বলা যায় যে, অবধারণকে যখন উদ্দেশ্য (Subject), বিধেয় (Predicate), সংযোজক (Copula) এবং তার সঙ্গে কখনও পরিমাণক (Quantifier)-এর সাহায্য প্রকাশ করা হয়, তখন সেটি বচন (Proposition) নামে অভিহিত করা হয়। যেমন - সকল মানুষ হয় মরণশীল। উক্ত দৃষ্টান্তে ‘সকল’ হল পরিমাণক, ‘মানুষ’ হল উদ্দেশ্য, ‘হয়’ হল সংযোজক এবং ‘মরণশীল’ হল বিধেয়।

পরিমাণক (Quantifier) - বচনের পরিমাণ নির্দেশক অংশটি হল তার পরিমাণক। যেমন - ‘সকল’, ‘কোনো’, ‘কোনো কোনো’-এই শব্দগুলির কোন একটির দ্বারা বচনের পরিমাণ নির্দেশ করা হয়।

উদ্দেশ্য (Subject) - যার সম্বন্ধে বিধেয়কে স্বীকার বা অস্বীকার করা হয়, তাকে বলা হয় উদ্দেশ্য।

সংযোজক (Copula) - উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের মধ্যে যে সম্পর্ক স্থাপন করে, তার হল সংযোজক।

বিধেয় (Predicate) - উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা কিছু স্বীকার বা অস্বীকার করা হয় তা হল বিধেয়।

যে কোন যুক্তিকে বিশ্লেষণ করিলে তার দুইটি অংশ পাওয়া যায়। যথা - ১. হেতুবাক্য বা আশ্রয় বাক্য (Premise) ২. সিদ্ধান্ত (Conclusion)। I.M. Copi তাঁহার 'Introduction to logic' গ্রন্থে হেতুবাক্য ও সিদ্ধান্তের সংজ্ঞা দিয়েছেন এইভাবে -

"The conclusion of an argument is the proposition that is affirmed on the basis of the other propositions of the argument. Those other propositions, which are affirmed (or assumed) as providing support for the conclusion, are the premises of the argument."

অর্থাৎ কোন যুক্তির সিদ্ধান্ত হল যুক্তির সেই বচন যা স্বীকৃত হয় যুক্তির অন্যান্য বচনগুলির উপর নির্ভর করে। আর যে বচনগুলিকে স্বীকার করা হয় বা ধরে নেওয়া হয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের হেতু বা সমর্থন হিসাবে, সেই বচনগুলিই হল আশ্রয়বাক্য। যেমন -

আশ্রয়বাক্য : সকল মানুষ হয় মরণশীল

আশ্রয়বাক্য : সকল কবি হয় মানুষ

সিদ্ধান্ত : সকল কবি হয় মরণশীল

এই দুই আশ্রয়বাক্য থেকে আমরা 'সকল কবি হয় মরণশীল' এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি। অতএব আশ্রয়বাক্য এবং সিদ্ধান্ত হল যুক্তির দুটি উপাদান।

অনুমান সম্পর্কে প্রাচ্য দর্শনে বিশেষ করে ন্যায় দর্শন এবং পাশ্চাত্য দর্শন বিশেষ করে অ্যারিস্টটলের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। এই প্রবন্ধে আমি উভয় দর্শনের সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্যগুলিকে তুলে ধরার চেষ্টা করবো।

প্রাচ্য ন্যায় অনুমান এবং পাশ্চাত্য ন্যায় অনুমানের সাদৃশ্য : ১) ন্যায় দর্শনে অনুমান দুই প্রকার। যথা - ১) স্বার্থানুমান, ২) পরার্থানুমান। স্বার্থানুমান বলতে বোঝায় নিজের জন্য যে অনুমান। আর পরার্থানুমান হল অপরের জন্য যে অনুমান। পাশ্চাত্য দর্শনের এি অবয়বী ন্যায়ের মতো ন্যায় দর্শনের স্বার্থানুমানের অনেক বিষয়ে মিল বা সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয়প্রকার অনুমানেই তিনটি অবয়ব বা বচন রয়েছে। উভয় প্রকার অনুমানে তিনটি পদ (পক্ষ, শ্রাদ্ধ এবং হেতু পদ) রয়েছে এবং প্রতিটি পদ দুবার করি ব্যবহৃত হয়। কিন্তু উভয় প্রকার ন্যায়ের যে প্রকাশভঙ্গি তা ভিন্ন প্রকার।

প্রাচ্য ন্যায় -

পর্বত বহিমান

কারণ পর্বত ধূমবান

যা বহিমান তা ধূমপান

[এই অনুমানে পক্ষ = পর্বত, সাধ্য = বহি, হেতু = ধূম]

ভারতীয় ন্যায়ের ক্ষেত্রে প্রথমে সিদ্ধান্তটি প্রকাশিত হয়, তারপর পক্ষে হেতুর প্রত্যক্ষ এবং সর্বশেষে হেতু ও সাধ্যের সার্বিক সম্পর্ক প্রকাশিত হয়।

পাশ্চাত্য ন্যায় -

সকল ধূমবান বস্তু হয় বহিমান

পর্বতটি হয় ধূমবান

অতএব, পর্বতটি হয় বহিমান

এই অনুমানে প্রথম আশ্রয়বাক্যে হেতু এবং সাধ্যের সম্পর্ককে দেখানো হয়েছে। দ্বিতীয় আশ্রয়বাক্যে হেতু এবং পক্ষের সম্পর্ককে দেখানো হয়েছে। এবং সিদ্ধান্তে পক্ষ ও সাধ্যের সম্পর্ককে দেখানো হয়েছে।

২) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে আরোহ এবং অবরোহ উভয় প্রকারের পার্থক্য স্বীকৃত হয়েছে। পাশ্চাত্য ন্যায় যেরূপ Deductive এবং Inductive ভেদে বিভক্ত। তেমনি প্রাচ্য হিন্দু ন্যায় শাস্ত্রে অনুমিতিকান্ড ও ব্যাপ্তিকান্ড ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত। অনুমতি কাণ্ডে অনুমিতি Deduction এর স্বরূপ কারন প্রামাণ্য প্রভৃতির বিচার আছে। ব্যাপ্তিকান্ডে Induction এর লক্ষণ, ব্যাপ্তিগ্রহের উপায়, তার অসাধ্যত্ব, নিরাস প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে আলোচিত হয়েছে।

৩) প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় প্রকার ন্যায়েই বলা হয়েছে একটি বচনকে সার্বিক হতে হবে।

৪) পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্য দর্শনে তিন প্রকার ন্যায়ের আশ্রয়বাক্যগুলির নামকরণ করা হয়েছে। যদিও উভয়ের মধ্যে নামকরণের ব্যাপারে পার্থক্য বিদ্যমান।

পাশ্চাত্য দর্শনে প্রথম অবয়বটিকে প্রধান আশ্রয়বাক্য, দ্বিতীয় অবয়বটিকে অপ্রধান আশ্রয়বাক্য এবং তৃতীয় অবয়বটিকে সিদ্ধান্ত হিসাবে চিহ্নিতকরণ করা হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে প্রি-অবয়বী অনুমানের অবয়ব গুলির নামকরণ করা হয়েছে প্রতিজ্ঞা, হেতু এবং উদাহরণ অথবা উদাহরণ, উপনয়ন এবং নির্গমন হিসাবে।

পাশ্চাত্য ন্যায় :

প্রধান আশ্রয়বাক্য : সকল মানুষ হয় মরণশীল

অপ্রধান আশ্রয়বাক্য : সকল কবি হয় মানুষ

সিদ্ধান্ত : সকল কবি হয় মরণশীল

প্রাচ্য ন্যায় :

প্রতিজ্ঞা : সক্রেটিস হয় মরণশীল

হেতু : কারণ সক্রেটিস একজন মানুষ

উদাহরণ : যে একজন মানুষ সে একজন মরণশীল যেমন পিথাগোরাস

অথবা

উদাহরণ : যে একজন মানুষ সে একজন মরণশীল যেমন পিথাগোরাস

উপনয়ন : সক্রেটিস এমন একজন ব্যক্তি যিনি সর্বদাই একজন মরণশীল

নির্গমন : অতএব সক্রেটিস মরণশীল

৫) পাশ্চাত্য ন্যায়ে Reductio ad impossible প্রণালীর যেভাবে প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু প্রাচ্য হিন্দু ন্যায়েও তর্কে সেই ভাবে প্রয়োগ করা হয়।

৬) ভাষাপরিচ্ছেদের পাঠক মাত্রই তর্ক ও উপাধির অবগত রয়েছেন। যেখানে ভূয়োদর্শনের দ্বারা ব্যক্তিগত ব্যভিচারের আশঙ্কা নির্ধারিত হয় না সেই স্থলেই তর্কের প্রয়োগ করতে হয়। এইতর্ক পাশ্চাত্য ন্যায়ের Conditional Proportion এর মতো। যেমন - 'If B and C, Then D is E' - 'হুদ যদি বহিমান হয় তাহলে তা ধূমবান।

প্রাচ্য ন্যায় অনুমান এবং পাশ্চাত্য ন্যায় অনুমানের বৈসাদৃশ্য :

১) পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্র শুধুমাত্র অবরোহ এবং আকারগত (only deductive and formal)। কিন্তু প্রাচ্য ন্যায়শাস্ত্র অবরোহ ও আরোহ এবং আকারগত এবং বস্তুগত (deductive-inductive and formal-material)।

২) প্রাচ্য ন্যায়শাস্ত্র মতে, অনুমানে সামান্য থেকে বিশেষের দিকে নয় বা বিশেষ থেকে সামান্যের দিকে নয়, বরং সামান্যের মাধ্যমে বিশেষ থেকে বিশেষের দিকে। পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্রে সামান্য থেকে বিশেষের দিকে এবং বিশেষ থেকে সামান্যের দিকে যাওয়া হয়।

৩) প্রাচ্য ন্যায় বলতে পঞ্চবয়বী ন্যায়কে বোঝানো হয়েছে। কিন্তু পাশ্চাত্য ন্যায় বলতে প্রি অবয়বী ন্যায়ের কথা বলা হয়েছে। পঞ্চবয়বী ন্যায়গুলি হল - প্রতিজ্ঞা, হেতু এবং উদাহরণ, উদাহরণ, উপনয়ন এবং নির্গমন এবং প্রি অবয়বী ন্যায়গুলি হল - প্রধান আশ্রয়বাক্য, অপ্রধান আশ্রয়বাক্য, সিদ্ধান্ত - এই তিনটি অবয়বকে বোঝানো হয়েছে।

৪) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় প্রকার ন্যায়শাস্ত্রে সাধ্য, পক্ষ ও হেতু এই তিনটি পদ রয়েছে, কিন্তু উভয় প্রকার ন্যায়ের ব্যবহার রীতি ও নামকরণের তাৎপর্য ভিন্ন। পাশ্চাত্য ন্যায়ে পদ তিনটির নামকরণ বাচ্যার্থ (Denotation)-এর ভিত্তিতে করা হয়েছে। অপরপক্ষে, ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রে পক্ষ, সাধ্য ও হেতুপদের নামকরণ বাচ্যার্থের দিক করা হয়নি, অবচ্ছেদক ধর্মের বা লক্ষনার্থ (Connotation)-এর দিক নামকরণ করা হয়েছে।

৫) প্রাচ্য ন্যায়শাস্ত্রে বস্তুর আকারগত বৈধতা এবং বস্তুগত সত্যতার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য ন্যায় শাস্ত্রে শুধুমাত্র বস্তুর আকারগত বৈধতার দিকেই লক্ষ্য রাখা হয়।

৬) প্রাচ্য ন্যায়শাস্ত্রের পঞ্চবয়বী ন্যায়ে তত্ত্ব এবং ব্যবহারিক প্রয়োগের দিকে লক্ষ্য রাখা হয়। কিন্তু পাশ্চাত্য ন্যায় শাস্ত্রে যুক্তি পদ্ধতির তত্ত্বগত প্রয়োগ থাকলেও, ব্যবহারিক জীবনে তার প্রয়োগের কোনো লক্ষণ নেই।

৭) পাশ্চাত্য ন্যায়শাস্ত্রে দেখা যায় আদর্শ নিরপেক্ষ বচন/ নিরপেক্ষ বচন গুলি যখন গঠিত হয় তখন একটি নির্দিষ্ট নিয়ম অনুসারে গঠিত হয়। অর্থাৎ একটি বচন যখন গঠিত হয় তখন তার একটি পরিমানক, একটি উদ্দেশ্যপদ, একটি বিধেয় পদ, এবং উদ্দেশ্য এবং বিধেয়কে সংযুক্ত করতে একটি সংযোজকের ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রে এইরূপ কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নেই।

৮) পাশ্চাত্য আধুনিক যুক্তিবিজ্ঞানে অনুমানের ক্ষেত্রে সংকেতের (Symbol) ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন সাংকেতিক পদ্ধতি যেমন ভেনচিত্র (Venn Diagram), সত্যসারণী (Truth Table), লঘুকরণ (Resolution), বৈধতার আকারগত প্রমাণ (Formal Proof of Validity), পরিমাণক (Quantification) ইত্যাদির সাহায্যে অনুমানের বৈধতা বিচার করা হয়। কিন্তু, প্রাচ্য ন্যায়ের ক্ষেত্রে এইরূপ সংকেতের ব্যবহার নেই এবং সাংকেতিক পদ্ধতির সাহায্যে ন্যায়ের বৈধতা বিচার করাও হয় না।

৯) অ্যারিস্টটলের গ্রি-বয়বী ন্যায় সর্বদাই শাব্দিক বা শব্দে প্রকাশিত (Verbalistic) হয়। কিন্তু প্রাচ্য গ্রি-বয়বী- ন্যায় অর্থাৎ স্বার্থানুমান শব্দে প্রকাশিত নয়। একমাত্র পঞ্চবয়বী ন্যায় অর্থাৎ পরার্থানুমানই শব্দে প্রকাশিত হয়।

১০) পাশ্চাত্য ন্যায় বিধেয়সমূহকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন, যথা-পরাজাতি (Genus), অপরাজাতি (species), differentia (ভেদক ধর্ম), গুণ (proprium), উপাধি (accident)। প্রাচ্য ন্যায়শাস্ত্রে এই রূপ কোনো বিভাগ দেখা যায় না। তবে বৌদ্ধ দার্শনিকগণ প্রত্যক্ষ লক্ষণ বিচারস্থলে যে পঞ্চ কল্পনার উল্লেখ করেছেন, সেই পাঁচটা কল্পনা, অর্থাৎ নাম, জাতি, গুণ, ক্রিয়া, ও দ্রব্য কল্পনাতে Five predicables শব্দে অভিহিত করা যেতে পারে। অবশ্য নব্য পাশ্চাত্য নৈয়ায়িক দার্শনিকগণ প্রাচীনদের অভিমত পঞ্চভেদ স্বীকার করেন না। মিলের মতে বিধেয়মাত্রই নিম্নলিখিত পঞ্চভেদের অন্তর্গত; যথা-সত্তা; সহভাব (co-existence), পৌর্বাপর্য্য, কার্য্যকারণভাব, ও সাদৃশ্য (Bain's Logic P. 106.) এই শেষোক্ত মতের সাথে বেনেরও প্রকৃত পক্ষে সম্মতি আছে (বেনের লজিক - ১০৬-১০৭ পৃষ্ঠা)। অবশ্য বেন বা মিলের কৃত বিধেয়বিভাগ নির্দোষ বলা যায় না, আর পদার্থসমূহের পরস্পর স্বয়ংস্বের বৈচিত্র্য নিবন্ধন একেবারে নির্দোষ বিভাগ' সম্ভব কি না, সে কথাও চিন্তনীয়।

উপসংহার : উপরোক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট হয় যে, প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয় দর্শনে অনুমান সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের যে আলোচনা হয়েছে তা এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। প্রাচ্য দর্শন বিশেষ করে ন্যায় দর্শনে অনুমানের যে বিভিন্ন সংজ্ঞা এবং অনুমান সম্পর্কে যে স্বার্থানুমান এবং পরার্থানুমান প্রকারভেদ দেওয়া হয়েছে তা পাশ্চাত্য দর্শনের সাথে মিল থাকলেও অমিলও দেখা যায়। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য দর্শনে অনুমান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে করেছি। ন্যায় দর্শনে মূলত যে বিষয়টির উপর লক্ষ্য দেয় তা হল জ্ঞানতত্ত্ব, অপরদিকে অ্যারিস্টটলের দর্শনে যে বিষয়গুলির উপর লক্ষ্য দেওয়া হয় তা হল অধিবিদ্যা, নীতিবিদ্যা এবং জীববিদ্যার উপর। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনে অনুমানের পার্থক্যের কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি কথা স্মরণ করতে হয় -

“The great ages of renaissance in history were those when men suddenly discovered the seeds of thought in the granary of the past.”

Reference:

১. ন্যায়সূত্র ভাষ্য ১।১।১
২. ভাষ্যপরিচ্ছেদ সিদ্ধান্তমুক্তাবলী সমেত, পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।
৩. ভাষ্যপরিচ্ছেদ সিদ্ধান্তমুক্তাবলী সমেত, পণ্ডিত রাজেন্দ্রচন্দ্র শাস্ত্রী।
৪. ন্যায়সূত্র ভাষ্য ১।১।৩, পৃ. ৮৩
৫. ন্যায়সূত্র ভাষ্য ১।১।৫, পৃ. ১৫০
৬. তর্ক-সংগ্রহ, শ্রী পঞ্চগনন শাস্ত্রী, পৃ. ১২২

৭. এতেন পরাম্শ্যমানং লিঙ্গম অনুমানম্।

৮. “Inference is a process by which one proposition is arrived at and affirmed on the basis of one or more other propositions accepted as the starting point of the process.” Introduction to Logic, Irving M. Copi, p. 5

৯. “Inference is a process of thought which, starting with one or more judgements, ends in another judgement whose truth is seen to be involved in that of the former.” An introduction to logic, H.W.B. Joseph, p. 232

১০. “Inference means not this process of guessing or opining, but the result of it; the surmise, opinion or belief when formed; in a word, the conclusion and it is in this sense that inference is treated of in logic.” Read C. (1914). Logic: Deductive and Inductive. London, England; Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent & Co. LTD, p. 57

১১. Introduction to Logic, Irving M. Copi p. 5

Bibliography:

তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, অনূদিত, ব্যাখাত ও সম্পাদিত, ন্যায় দর্শন. প্রথম খন্ড, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৮

তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, অনূদিত, ব্যাখাত ও সম্পাদিত, ন্যায় দর্শন. দ্বিতীয় খন্ড, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০১৫

তর্কবাগীশ, ফণিভূষণ, অনূদিত, ব্যাখাত ও সম্পাদিত, ন্যায় পরিচয়, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, ২০০৬

ভট্টাচার্যশাস্ত্রিণা, শ্রীমৎ পঞ্চানন, বিবৃতোহনূদিতঃ সম্পাদিতশ্চ, ভাষা-পরিচ্ছদ, কলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০১৬

ঘোষ, ডঃ শ্রীদীপক, ভাষা পরিচ্ছদ সমীক্ষা, কলকাতা : সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার, ২০০৩

তর্কতীর্থ মুখোপাধ্যায়, শ্রীগোপালচন্দ্র, ভাষা পরিচ্ছদ, বর্ধমান : বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮

শাস্ত্রী, শ্রীপঞ্চানন, তর্ক-সংগ্রহ, কলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সি, ১৩৯২

সেন, দেবব্রত, ভারতীয় দর্শন, কলকাতা : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, ২০১৪

মন্ডল, প্রদ্যোত কুমার, ভারতীয় দর্শন, কলকাতা : প্রগেসিভ পাবলিশার্স, ২০১৮

ন্যায়াচার্য কর, শ্রীগঙ্গাধর, তর্কভাষা, কলকাতা : মহাবোধি বুক এজেন্সি, ২০১৯ (প্রথম খণ্ড)

Jhā, Gangānatha Mahāmahopādhyāya, The Nyāya Sūtra of Gautama, Volume-1, Delhi : Motilal Banarsidass, 1984

Copi, Irving M., Cohen, Carl. Rodych, Victo. Introduction to Logic, Fifteen Edition, Routledge Taylor & Francis Group : New York & London, 2020

Read, Carveth, Logic Deductive & Inductive, London Alexander Morning Limited : George Street, 1909

Read C. Logic : Deductive and Inductive, London, England; Simpkin, Marshall, Hamilton, Kent & Co. LTD, 1914

Joseph, H.W.B. An introduction to logic, Oxford At the Clarendon Press, 1906

Bain, Alexander. Logic. London, Green, Reader, & Duer : London, 1873

Bhushna, S. C. Vidhya, A history of Indian logic, Shiv book international : Delhi